Rajshahi University journal of arts & law Vol. 48 (2020) pp. 57-75
ISSN 2309-0898

ইসলামী শরীয়তে চতুষ্পদ জন্তুর যাকাতের নিসাব : একটি পর্যালোচনা

মো. আশরাফুল ইসলাম[১]

Abstract

The animal kingdom is huge and divided into different types. Very few of them are suitable for human utilization. This animal kingdom is the manifestation of the grace of Allah for the mankind. Many verses are there in the Qur'an about animals. Reviewing these verses, it is seen that two classes of animals are mentioned. There is *Zakat* on one class of animals and another class is void of *Zakat*, and all the animals on which *Zakat* is obligatory will not be payable until the amount reaches *nisab*. Generally, *Zakat* must be paid on three classes of four-legged animals. e.g., camel; Cattle or cattle quadrupeds, such as buffalo and goat or goat quadrupeds, such as sheep, ewes, etc. Besides that, some jurists have expressed the view that *Zakat* is obligatory on some other four-legged animals. The amount of *nisab* is also different for different four-legged animals. The main purpose of this article is to analyze the amount of *nisab* on different types of four-legged animals.

ভূমিকা

ইসলাম মানবজীবনের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা সুষ্ঠু, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পরিচালনার একমাত্র নিয়ামক। শুধু তাই নয়, এ জীবনব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবনসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। এ সকল ক্ষেত্রের মধ্যে অর্থনৈতিক দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামে অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থনীতির সার্বিক গতিশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তির অর্থ সঞ্চয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হচ্ছে যাকাত। এটি মানবজাতির জন্য চিরকল্যাণকর একটি বিধান। সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উদ্বৃত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ নিয়মিত আদায় করে দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের মধ্যে যথাযথ বণ্টন করাই এ বিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটি বৈষম্য ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার। এজন্য যাকাতকে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ বা রুকন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে শুধু হজ্জ এবং যাকাত সম্পদশালীদের জন্য ফরয। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক না হলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। আর মালের নিসাবের ন্যায় চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রেও যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ হওয়া বাধ্যতামূলক। চতুষ্পদ জন্তু প্রাণীসম্পদের মধ্যে একটি অপরিহার্য অংশ বিধায় যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায়ও এর গুরুত্ব অপরিসীম। আলোচ্য প্রবন্ধে চতুষ্পদ জন্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখপূর্বক যাকাত আদায়ে এর নিসাবের পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুষ্পদ জন্তুর পরিচয়

চতুষ্পদ জন্তুকে আরবীতে **بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ** বলা হয়। **بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ** একটি যৌগিক শব্দ। **بَهِيمَةُ** শব্দটি একবচন, বহুবচনে **بَهَائِمُ**।[১] **بَهِيمَةُ** শব্দের অর্থ, চতুষ্পদ প্রাণী, পশু, জন্তু, জানোয়ার, চতুষ্পদ জন্তু, পশুর

[১] এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫।
ই-মেইল: ashrafulislam0609@gmail.com

ন্যায় নির্বোধ, বাকশক্তিহীন যেকোনো পশু ইত্যাদি।[২] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো, beast, animal, quadruped ইত্যাদি।[৩] আর **أَنْعَامٌ** শব্দটি বহুবচন, একবচনে **نَعَمٌ**।[৪] এর আরেকটি বহুবচনের রূপ হলো **أَنَاعِيْمٌ**।[৫] শব্দটির অর্থ হলো, গৃহপালিত পশু, গবাদি পশু, পশু, উট, চতুষ্পদ জন্তু, সম্পদ ইত্যাদি।[৬] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো, grazing livestock (sheep, camels, cattle, goats)।[৭] সুতরাং **بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ** শব্দের একত্রিত অর্থ হচ্ছে, গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণী। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾[৮]

-'হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে।' পরিভাষায়, হিংস্র প্রাণী ব্যতিত জল ও স্থলের প্রত্যেক চতুষ্পদ প্রাণীকে **بَهِيمَةٌ** বলে।

ইব্ন মানযূর আল-ইফরীকী (র) (৬৩০-৭১১ হি.) বলেন,

كلُّ ذاتِ أَربَعِ قَوائم مِنْ دَوابِّ البرِّ وَالْمَاءِ[৯]

-'জল ও স্থলের প্রত্যেক চতুষ্পদ প্রাণীকে **بَهِيمَةٌ** বলে।'

ইমাম কুরতুবী (র) (৬০০-৬৭১ হি.) বলেন,

اَلْبَهِيمَةُ اسْمٌ لِكُلِّ ذِي أَرْبَعٍ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِإِبْهَامِهَا مِنْ جِهَةِ نَقْصِ نُطْقِهَا وَفَهْمِهَا وَعَدَمِ تَمْيِيزِهَا وَعَقْلِهَا[১০]

-'প্রত্যেক চতুষ্পদ জন্তুকেই '**بَهِيمَةٌ**' বলা হয়। বাকশক্তি, উপলব্ধি, ভালো-মন্দ যাচাই করার শক্তি এবং জ্ঞান না থাকার কারণে এ সকল প্রাণীকে **بَهِيمَةٌ** নামে নামকরণ করা হয়েছে।'

ড. ইবরাহীম মাদকূর (১৯০২-১৯৯৬ খ্রি.) ও অন্যান্যরা বলেন,

كُلُّ ذَاتِ أَرْبَعِ قَوَائِمِ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا عَدَا السِّبَاعِ[১১]

-'হিংস্র প্রাণী ব্যতিত জল ও স্থলের প্রত্যেক চতুষ্পদ প্রাণীকে **بَهِيمَةٌ** বলে।'

ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস কাল'আজী বলেন,

اَلْبَهِيمَةُ : اَلْحَيْوَانُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمُ[১২]

-'**بَهِيمَةٌ**' বলতে সমস্ত প্রাণীকেই বুঝায়। প্রাণীকুল বাকশক্তিহীন হওয়ায় এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।'

নিসাব (نِصَابٌ)-এর পরিচয়

নিসাব (**نِصَابٌ**) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে **نُصُبٌ**।[১৩] আভিধানিক অর্থে নিসাব (**نِصَابٌ**) শব্দটি মূল, প্রত্যাবর্তন,[১৪] আসল, প্রত্যেক জিনিসের শুরু, প্রত্যাবর্তনস্থল, তথ্যসূত্র, সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থান, ছুরির বাঁট, হাতল, কোরাম প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৫] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ, origin, beginning, minimum number or amount, quorum, knife handle ইত্যাদি।[১৬]

পরিভাষায়, যে পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তির মালিকানায় বিদ্যমান থাকলে যাকাত ফরয হয়, তাকে নিসাব (**نِصَابٌ**) বলে। ইব্ন মানযূর আল-ইফরীকী (র) বলেন,

النِّصابُ مِنَ الْمَالِ: القَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذا بَلَغَه، نَحْوَ مائَتَيْ دِرْهَمٍ، وخَمْسٍ مِنَ الإِبلِ[১৭]

-'সম্পদের ক্ষেত্রে নিসাব (نِصَابٌ) বলতে বুঝায়, এ পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান থাকা, যাতে যাকাত ফরয হয়। যেমন- দুইশ দিরহাম এবং পাঁচটি উট বিদ্যমান থাকা।'

ড. ইবরাহীম মাদকূর ও অন্যান্যরা বলেন,

وَمِنَ الْمَالِ الْقَدْرِ الَّذِي عِنْدَهُ تَجِبُ الزَّكَاة[১৮]

-'যে পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান থাকলে যাকাত ফরয হয়, তাকে নিসাব (نِصَابٌ) বলে।'

মুফতী মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান (র) (১৩২৯-১৩৯৫ হি.) বলেন,

اَلنِّصَابُ شَرْعًا مَا لَا تَجِبُ فِيْمَا دُوْنَهُ زَكَاةً مِنْ مَالٍ[১৯]

-'পরিভাষায়, যা বিদ্যমান না থাকলে যাকাত ফরয হয় না, তাকে নিসাব (نِصَابٌ) বলে।'

ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস কাল'আজী বলেন,

نصاب الزكاة: القدر الذي تجب الزكاة بتوفره مع شروطه[২০]

-'যাকাতের ক্ষেত্রে নিসাব (نِصَابٌ) হলো, শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যে সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়।'

Thomas Patrick Hughes বলেন,

An estate or property for which *zakat*, or legal elms, must be paid.[২১]

-'যাকাতের ক্ষেত্রে নিসাব হলো, যে পরিমাণ ভূসম্পত্তি বা সম্পদের জন্য যাকাত বা নির্ধারিত সম্পদ প্রদান করতে হয়।'

মোটকথা, যে পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান না থাকলে যাকাত ফরয হয় না, তাকে নিসাব (نِصَابٌ) বলে। নিম্নে চতুষ্পদ জন্তুর নিসাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

চতুষ্পদ জন্তুর নিসাব

গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মালিককে নিসাব পরিমাণ জন্তুর মালিক হতে হবে। সুতরাং চতুষ্পদ জন্তুর সংখ্যা নিসাব পরিমাণ পর্যন্ত না পৌঁছলে তাতে যাকাত আবশ্যক নয়। কেননা ইসলামী শরীয়ত শুধু ধনী ব্যক্তিদের উপর যাকাত ফরয করেছে। তাই চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত প্রদানের জন্য এ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা প্রয়োজন।

সাধারণত তিন শ্রেণির চতুষ্পদ জন্তুর উপর যাকাত প্রদান আবশ্যক। যথা- ১. উট, ২. গরু বা গরু জাতীয় চতুষ্পদ জন্তু, যেমন- মহিষ, ৩. ছাগল বা ছাগল জাতীয় চতুষ্পদ জন্তু, যেমন- ভেড়া, দুম্বা, ইত্যাদি। এছাড়াও আরও কতিপয় চতুষ্পদ জন্তুর উপর যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে কয়েকজন ফকীহ মত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর নিসাবের পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. উটের নিসাব

সমস্ত মুসলমান, নবী করীম (সা)-এর বর্ণিত হাদীস এবং সাহাবীগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, উটের সংখ্যা পাঁচটির কম হলে তাতে যাকাত নেই।[২২] আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ[২৩]

-'পাঁচ যাওদ (পাঁচটি) উটের কম সংখ্যকের উপর যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নেই এব পাঁচ ওয়াসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যে যাকাত নেই।'

সুতরাং পাঁচটি উট যখন বছরের অধিকাংশ সময় মুক্ত মাঠে বিচরণ করে খাবার গ্রহণ করবে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হবে তখন তাতে যাকাত ফরয হবে।[২৪] হাদীসে উটের যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবূ বকর (রা) তাকে বাহরাইনে প্রেরণের সময় এ বিধানটি লিখে দেন,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ[২৫]

-'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটাই যাকাতের নিসাব, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের উপর নির্ধারণ করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে যার নিকট থেকে তা চাওয়া হয়, সে যেন তা আদায় করে দেয় এবং তার চেয়ে বেশি চাওয়া হলে যেন সে আদায় না করে। চব্বিশ ও তার চেয়ে কম সংখ্যক উটের যাকাত বকরি দ্বারা আদায় করা হবে। প্রতি পাঁচটি উটে একটি বকরি এবং উটের সংখ্যা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত হলে একটি বিনতে মাখায[২৬], ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি বিনতে লাবূন[২৭], ছেচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত একটি হিক্কাহ[২৮], একষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি জাযা'আহ[২৯], ছিয়াত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত দুটি বিনতে লাবূন এবং একানব্বই থেকে একশ বিশ পর্যন্ত দুটি হিক্কাহ।'

উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে নিম্নে ৫ থেকে ১২০টি উটের যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ সারণীর মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো।

সারণী ১

উটের নিসাব	যাকাত মুক্ত অবকাশ	যাকাতের পরিমাণ
-	১ - ৪টি পর্যন্ত	যাকাত ফরয নয়
৫টি	৬ - ৯টি পর্যন্ত	১টি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা
১০টি	১১ - ১৪টি পর্যন্ত	২টি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা
১৫টি	১৬ - ১৯টি পর্যন্ত	৩টি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা
২০টি	২১ - ২৪টি পর্যন্ত	৪টি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা
২৫টি	২৬ - ৩৫টি পর্যন্ত	একটি বিনতে মাখায
৩৬টি	৩৭ - ৪৫টি পর্যন্ত	একটি বিনতে লাবূন
৪৬টি	৪৭ - ৬০টি পর্যন্ত	একটি হিক্কাহ
৬১টি	৬২ - ৭৫টি পর্যন্ত	একটি জাযা'আহ
৭৬টি	৭৭ - ৯০টি পর্যন্ত	দুটি বিনতে লাবূন
৯১টি	৯২ - ১২০টি পর্যন্ত	দুটি হিক্কাহ[৩০]

১ থেকে ১২০টি উটের যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ সম্পর্কে ইজমা অনুষ্ঠিত হলেও 'আলী (রা) (মৃ. ৪০ হি.) থেকে ভিন্ন একটি মত বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, ২৫টি উটের যাকাত বাবদ পাঁচটি ছাগল যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে। আর উটের সংখ্যা ২৬টি হলে দুই বছরের একটি উষ্ট্রী শাবক দিতে হবে। এ সম্পর্কে ইব্নুল মুনযির (র) বলেন, ২৫টি উটের যাকাত যে একটি দুই বছরে পদার্পণ করা উষ্ট্রী শাবক, এ বিষয়ে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত কোনো মত নির্ভুল সূত্রে প্রমাণিত হয়নি।[৩১]

উটের সংখ্যা ১২০টি পর্যন্ত যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ সম্পর্কে আর কোনো মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু উটের সংখ্যা ১২০টি উত্তীর্ণ হওয়ার পর এর নিসাব ও পরিমাণের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.)-এর মতে, উটের সংখ্যা একশ বিশের অধিক হলে যাকাতের হিসাব নতুন করে শুরু হবে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত পাঁচটির ক্ষেত্রে দুটি হিক্কার সাথে একটি ছাগল, দশটির ক্ষেত্রে দুটি ছাগল, পনেরটির ক্ষেত্রে তিনটি ছাগল, বিশটির ক্ষেত্রে চারটি ছাগল এবং পঁচিশটির ক্ষেত্রে একটি বিনতে মাখায ফরয হবে। অতঃপর যখন সংখ্যা একশ পঞ্চাশে উন্নীত হবে তখন তিনটি হিক্কাহ ফরয হবে। অতঃপর যাকাতের হিসাব আবার নতুনভাবে শুরু হবে। এক্ষেত্রে একশ পঞ্চাশের অতিরিক্ত পাঁচটির ক্ষেত্রে একটি ছাগল, দশটির ক্ষেত্রে দুটি ছাগল, পনেরটির ক্ষেত্রে তিনটি ছাগল, বিশটির ক্ষেত্রে চারটি ছাগল, পঁচিশটির ক্ষেত্রে একটি বিনতে মাখায এবং ছত্রিশটির ক্ষেত্রে একটি বিনতে লাবূন ফরয হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা যখন একশ ছিয়ানব্বইটিতে উপনীত হবে, তখন দুইশ পর্যন্ত চারটি হিক্কাহ ফরয হবে। অতঃপর একশ পঞ্চাশের পরবর্তী পঞ্চাশে যেভাবে পুনরাবৃত্তি হয়েছে, অনুরূপ বিধানের পুনরাবৃত্তি হবে। নবী করীম (সা) 'আমর ইব্ন হাযম (রা)-কে যে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তার শেষে উল্লেখ আছে,

فَمَا كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، فَفِيهِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ[৩২]

-'এর চেয়ে যা কম হবে, তাতে প্রতি পাঁচটিতে একটি বকরি ফরয হবে।' আর আরব্য এবং বুখতী[৩৩] উটের যাকাতের হিসাব একই রকম।[৩৪]

খ. ইমাম শাফি'ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.)-এর মতে, একশ বিশের পর যখন একটি অতিরিক্ত হবে তখন তাতে তিনটি বিনতে লাবূন ফরয হবে। অতঃপর চল্লিশ ও পঞ্চাশের মাঝে হিসাব আবর্তিত হতে থাকবে। অর্থাৎ প্রতি চল্লিশে একটি বিনতে লাবূন এবং প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কাহ ফরয হতে থাকবে। কেননা নবী করীম (সা) এ মর্মে ফরমান জারি করেছিলেন যে, উটের সংখ্যা যখন একশ বিশের অধিক হবে তখন প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কাহ এবং প্রতি চল্লিশে একটি বিনতে লাবূন আবশ্যক হবে। উক্ত ফরমানে বিনতে লাবূনের নিম্নবর্তী বিধান পুনরায় আরোপ করার শর্ত উল্লেখ করা হয়নি।[৩৫] আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবূ বকর (রা) তাকে বাহরাইনে প্রেরণের সময় এ বিধানটি লিখে দেন,

... فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ[৩৬]

-'... উটের সংখ্যা একশ বিশের অধিক হলে প্রতি চল্লিশটিতে একটি বিনতে লাবূন এবং প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি করে হিক্কাহ। যার চারটির বেশি উট নেই সেগুলোর উপর কোনো যাকাত নেই, তবে মালিক দিতে চাইলে দিতে পারবে। কিন্তু যখন পাঁচে পৌঁছবে, তখন একটি বকরি ওয়াজিব।'

যাকাতের নিসাবের মধ্যে ছোট এবং অন্ধ উটও ধর্তব্য হবে। কিন্তু এগুলোর দ্বারা যাকাত প্রদান করা যাবে না। এছাড়া বাচ্চা প্রতিপালনকারী উষ্ট্রী, গোশতের উদ্দেশ্যে পালিত উট, বোঝা বহনকারী উট, প্রজনন কর্মে নিয়োজিত উট এবং বিচরণশীল উটের মধ্যকার উত্তম উট বা উষ্ট্রী যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না; বরং মধ্যম ধরনের উট গ্রহণ করতে হবে।[৩৭]

এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে এরূপ ছাগল/ভেড়া/দুম্বা দিয়ে উটের যাকাত প্রদান করতে হবে।[৩৮] আর যার উপর বিনতে মাখায ফরয; কিন্তু তার নিকট তা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-এর নিকট যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আবূ বকর (রা) লিখে জানান,

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ[৩৯]

-'যে ব্যক্তির উপর যাকাত হিসেবে বিনতে মাখায ফরয হয়েছে, কিন্তু তার কাছে তা নেই; বরং বিনতে লাবূন রয়েছে। তাহলে তা-ই গ্রহণ করা হবে। এ অবস্থায় যাকাত আদায়কারী যাকাতদাতাকে বিশটি দিরহাম বা দুটি বকরি দিবে। আর যদি বিনতে মাখায না থাকে; বরং ইব্ন লাবূন থাকে তাহলে তা-ই গ্রহণ করা হবে। এমতাবস্থায় আদায়কারী কর্তৃক যাকাতদাতাকে কিছুই দিতে হবে না।'

আর যার উপর বিনতে লাবূন, হিক্কাহ কিংবা জাযা'আহ ফরয; কিন্তু তার নিকট তা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে যাকাতের ব্যাপারে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-এর নিকট যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আবূ বকর (রা) লিখে জানান,

مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ[৪০]

-'যে ব্যক্তির উপর উটের যাকাত হিসেবে জাযা'আহ ফরয হয়েছে, অথচ তার কাছে জাযা'আহ নেই; বরং তার নিকট হিক্কাহ রয়েছে। তখন হিক্কাহ গ্রহণ করা হবে। এর সাথে সম্ভব হলে (পরিপূরকরূপে) দুটি বকরি দিবে অথবা বিশটি দিরহাম দিবে। যার উপর হিক্কাহ ফরয হয়েছে, অথচ তার কাছে হিক্কাহ নেই; বরং তার নিকট জাযা'আহ রয়েছে। তখন তার থেকে জাযা'আহ গ্রহণ করা হবে। আর যাকাত আদায়কারী (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) মালিককে বিশটি দিরহাম বা দুটি বকরি দিবে। যার উপর হিক্কাহ ফরয হয়েছে, অথচ তার নিকট বিনতে লাবূন রয়েছে। তখন বিনতে লাবূনই গ্রহণ করা হবে। তবে মালিক দুটি বকরি বা বিশটি দিরহাম দিবে। যার উপর বিনতে লাবূন ফরয হয়েছে, কিন্তু তার কাছে হিক্কাহ রয়েছে। তখন তার থেকে হিক্কাহ গ্রহণ করা হবে। আর যাকাত আদায়কারী (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) মালিককে বিশটি দিরহাম বা দুটি বকরি দিবে। যার উপর বিনতে লাবূন ফরয হয়েছে, কিন্তু তার কাছে হিক্কাহ রয়েছে। তখন তার থেকে হিক্কাহ গ্রহণ করা হবে। আর যাকাত আদায়কারী (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) মালিককে বিশটি দিরহাম বা

দুটি বকরি দিবে। যার উপর বিনতে লাবূন ফরয হয়েছে, কিন্তু তার নিকট তা নেই; বরং বিনতে মাখায রয়েছে। তখন তা-ই গ্রহণ করা হবে। অবশ্য মালিক বিশটি দিরহাম বা দুটি বকরি দিবে।'

২. গরুর নিসাব

গরু বিশেষ প্রকারের গবাদিপশু। আল্লাহ্ তা'আলা এর সাথে মানুষের বহু প্রকারের কল্যাণ যুক্ত করে দিয়েছেন। দেশ, অবস্থা ও প্রয়োজনের পার্থক্যের ভিত্তিতে দুনিয়ার সর্বত্রই এটি ব্যবহৃত হয়। গরুর উপর যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সমাজ একমত। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি পূর্ববর্তী কোনো যুগে এ ব্যাপারে সামান্যতম কোনো মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। নবী করীম (সা) বর্ণিত হাদীস দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত।[৪১] মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً[৪২]

-'নবী করীম (সা) আমাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, আমি যেন প্রতি ত্রিশটি গরুতে পূর্ণ এক বছরের একটি ষাড় বা গাভী এবং প্রতি চল্লিশটিতে পূর্ণ দুই বছরের একটি গাভী (যাকাত হিসেবে) গ্রহণ করি।'

মহিষের যাকাতের হুকুম গরুর যাকাতের অনুরূপ।[৪৩] ইব্নুল মুনযির (র) বলেন, মহিষ হলো গরুর পর্যায়ে গণ্য গবাদিপশু। কাজেই এ দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য করা চলে না।[৪৪] গরু ও মহিষ একত্রে থাকলে নিসাব পূর্ণ করার লক্ষ্যে গরুর সাথে মহিষেরও হিসাব গণনা করতে হবে। যেটির সংখ্যা বেশি হবে, তা থেকেই যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি উভয়টিই সমান হয়, তাহলে উত্তমটি থেকে নিম্নমানের এবং নিম্নমানেরটি থেকে উত্তম তথা মধ্যম ধরনের পশু দ্বারা যাকাত আদায় করতে হবে।[৪৫]

নবী করীম (সা)-এর যুগে আরবে মহিষ ছিল না। পরবর্তীতে মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম (৬৯৪-৭১৫ খ্রি.) সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ থেকে কয়েক হাজার মহিষ ইরাকে প্রেরণ করেন। ইরাকের তৎকালীন শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ (৪০-৯৫ হি.) তা থেকে চার হাজার মহিষ খলীফা ওয়ালীদের (৬৭৪-৭১৫ খ্রি.) নিকট প্রেরণ করেন এবং বাকিগুলো কাশগড়ের জঙ্গলে ছেড়ে দেন। এরই আলোকে খলীফা 'উমার ইব্ন 'আব্দিল 'আযীয (র) (৬১-১০১ হি.)-এর খিলাফতকালে কিয়াসের ভিত্তিতে মহিষের ওপর যাকাত আদায় করা হয়।[৪৬]

গরু ও মহিষের সর্বনিম্ন নিসাবের ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. অধিকাংশ আলিমের মতে, গরু ও মহিষের নিসাব তথা সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো ৩০টি। অর্থাৎ ৩০টির নিচে কোনো যাকাত নেই। সুতরাং মুক্ত মাঠে বিচরণকারী গরুর সংখ্যা ৩০ হলে এবং সেগুলোর উপর এক বছর অতিক্রান্ত হলে তখন তাতে একটি তাবী' বা তাবী'আহ আবশ্যক হবে।[৪৭] এ মতের স্বপক্ষে দলীল হলো মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন,

بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً [৪৮]

-'নবী করীম (সা) আমাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, আমি যেন প্রতি ত্রিশটি গরুতে পূর্ণ এক বছরের একটি ষাড় বা গাভী এবং প্রতি চল্লিশটিতে পূর্ণ দুই বছরের একটি গাভী (যাকাত হিসেবে) গ্রহণ করি।'

খ. মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী (র) (২২৪-৩১০ হি.) বলেন, গরু ও মহিষের নিসাব তথা সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো ৫০টি। এ পর্যায়ে সুনিশ্চিত ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এতে কোনোরূপ

মতবিরোধের অবকাশ নেই। আর তা হচ্ছে, প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি গরু যাকাত দিতে হবে। ইব্ন হাযম (র) (৩৮৪-৪৫৬ হি.) তাবারীর এ মতকে গ্রহণ করে বলেছেন, এ ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছে এবং ফরয হওয়ার পক্ষে কোনো দলীল নেই। ইব্ন হাযম (র) এ মতের সমর্থনে 'আমর ইব্ন দীনার (র) (৪৬-১২৬ হি.) বর্ণিত একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ইব্ন যুবায়র (রা) (১-৭৩ হি.) ও ইব্ন 'আওফ (রা) (৪৩ হি.পূ.-৩২ হি.)-এর কর্মচারীরা প্রতি ৫০টি গরুর যাকাত বাবদ একটি এবং প্রতি ১০০টির জন্য দুটি গরু গ্রহণ করতেন। তার অধিক হলে প্রতি ৫০টিতে একটি গরু গ্রহণ করতেন। এ কাজটি সাহাবীগণের উপস্থিতিতে করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা এর কোনো প্রতিবাদ করেননি।[৪৯]

গ. সা'ঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র) (১৫-৯৪ হি.), মুহাম্মাদ ইব্ন শিহাব যুহরী (র) (মৃ. ১২৪ হি.), আবূ কালাবা (র) প্রমুখের মতে, গরুর নিসাব হলো উটের নিসাবের অনুরূপ। অর্থাৎ ৫টি গরুর জন্য একটি ছাগল যাকাত প্রদান করতে হবে। তবে উটের ক্ষেত্রে যেমন বয়সের শর্ত রয়েছে, এক্ষেত্রে তেমন কোনো শর্ত নেই।[৫০] এ মতের স্বপক্ষে দলীলসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

এক. যাকাত পর্যায়ে নবী করীম (সা) এবং 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) লিখিত চিঠির বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে যে,

أَنَّ الْبَقَرَ يُؤْخَذُ مِنْهَا مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْإِبِلِ[৫১]

-'গরুর যাকাত বাবদ তা-ই গ্রহণ করা হবে, যা গ্রহণ করা হবে উটের যাকাত বাবদ।

দুই. জাবির ইব্ন 'আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে,

فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ[৫২]

-'প্রতি পাঁচটি গরুর যাকাত বাবদ একটি ছাগী, প্রতি দশটিতে দুটি ছাগী, পনেরটিতে তিনটি ছাগী এবং বিশটিতে চারটি ছাগী (যাকাত হিসেবে) প্রদান করতে হবে।'

তিন. যুহরী (র) বলেন,

فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ قَوْلَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ، إِنَّ ذَلِكَ كَانَ تَخْفِيفًا لِأَهْلِ الْيَمَنِ[৫৩]

-'প্রতি পাঁচটি গরুর যাকাত বাবদ একটি ছাগী, প্রতি দশটিতে দুটি ছাগী, পনেরটিতে তিনটি ছাগী এবং বিশটিতে চারটি ছাগী (যাকাত হিসেবে) প্রদান করতে হবে। ২৫টি গরু হলে একটি গরু দিতে গবে। এ হিসাব ৭৫টি পর্যন্ত চলবে। তার অধিক হলে ১২০টি পর্যন্ত দুটি গাভী দিতে হবে। মা'মার (র) বলেন, যুহরী (র) বলেছেন, এক বর্ণনায় ইয়েমেনবাসীদের জন্য পরিমাণ হালকা করে নবী করীম (সা) বলেছেন, প্রতি ৩০টিতে একটি এক বছরের শাবক এবং প্রতি ৪০টিতে একটি গাভী দিতে হবে।'

ঘ. ইব্ন রুশদ (র) (৫২০-৫৯৫ হি.)-এর মতে, গরু ও মহিষের নিসাব তথা সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো ১০টি। অর্থাৎ প্রতি দশটি গরুতে একটি ছাগী, বিশটিতে দুটি ছাগী এবং ত্রিশটিতে দুই বছরের একটি বাছুর যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে।[৫৪]

ইউসুফ আল-কারযাভী (জন্ম ১৯২৬ খ্রি.) বলেন, আমি মনে করি, জমহূর ফকীহগণ যে ত্রিশ-চল্লিশ ও তদূর্ধ্ব সংখ্যার মত বর্ণনা করেছেন, উপরোল্লিখিত মতসমূহের মধ্যে উক্ত মতটিই অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযোগী।[৫৫]

সুতরাং কারও মালিকানায় ৩০টি গরু যখন বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে মুক্ত বিচরণ করে খাবার গ্রহণ করবে এবং তার উপর পূর্ণবছর অতিক্রান্ত হবে তখন একটি তাবী' বা তাবী'আহ যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে। নিম্নে গরু ও মহিষের যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ সারণীর মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো।

সারণী ২

গরুর নিসাব	যাকাত মুক্ত অবকাশ	যাকাতের পরিমাণ
-	১ - ২৯টি পর্যন্ত	যাকাত ফরয নয়
৩০টি	৩১ - ৩৯টি পর্যন্ত	১টি তাবী'/তাবী'আহ[৫৬]
৪০টি	৪১ - ৫৯টি পর্যন্ত	১টি মুসিন/মুসিন্নাহ[৫৭]
৬০টি	৬১ - ৬৯টি পর্যন্ত	২টি তাবী'/তাবী'আহ
৭০টি	৭১ - ৭৯টি পর্যন্ত	১টি তাবী'/তাবী'আহ ও ১টি মুসিন/মুসিন্নাহ
৮০টি	৮১ - ৮৯টি পর্যন্ত	২টি মুসিন/মুসিন্নাহ
৯০টি	৯১ - ৯৯টি পর্যন্ত	৩টি তাবী'/তাবী'আহ
১০০টি	১০১ - ১০৯টি পর্যন্ত	১টি মুসিন/মুসিন্নাহ ও ২টি তাবী'/তাবী'আহ

এভাবে পরবর্তী প্রতি দশকে তাবী'/তাবী'আহ থেকে মুসিন/মুসিন্নাহ এবং মুসিন/মুসিন্নাহ থেকে তাবী'/তাবী'আহ- এ হুকুম আবর্তিত হবে।[৫৮] কেননা হাদীসে এরূপ নির্দেশনাই বর্ণিত আছে। 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন,

فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ[৫৯]

-'প্রতি ৩০টি গরুতে একটি তাবী' বা তাবী'আহ এবং প্রতি ৪০টিতে একটি মুসিন বা মুসিন্নাহ আবশ্যক হবে।'

উপর্যুক্ত সারণীতে উল্লিখিত নিসাবের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র) ঐকমত্য পোষণ করলেও চল্লিশটির অতিরিক্ত গরু বা মহিষের মধ্যে কীরূপ নিসাব ও পরিমাণ সাব্যস্ত হবে, সে ব্যাপারে তাঁর থেকে তিনটি মত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

ক. আল-আসল তথা মাবসূত কিতাবের বর্ণনায় রয়েছে, গরু বা মহিষের সংখ্যা ৪১টি হলে একটি মুসিন্নাহ এবং একটি মুসিন্নাহ-এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত প্রদান করতে হবে। কেননা মধ্যবর্তী সংখ্যার ক্ষেত্রে যাকাত মাফ হওয়া কিয়াসের বিপরীতের নস তথা শরীয়তের বাণী দ্বারা সাব্যস্ত। আর এক্ষেত্রে কোনো নস নেই।

খ. হাসান ইব্ন যিয়াদ (র) (৭৩৪-৮১৪ খ্রি.) ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, গরু বা মহিষ চল্লিশটির অতিরিক্ত হলে ৪৯টি পর্যন্ত অতিরিক্ত কোনো যাকাত ওয়াজিব হবে না। অতঃপর ৫০টি হলে একটি মুসিন্নাহ এবং একটি মুসিন্নাহ-এর এক-চতুর্থাংশ কিংবা একটি তাবী'-এর এক-চতুর্থাংশ আবশ্যক হবে। কেননা এ নিসাবের ভিত্তি হলো, প্রতি দুই দশকের মাঝে ছাড় রয়েছে এবং প্রতিটি দশকে ওয়াজিব।

গ. ইমাম আবূ ইউসুফ (র) (১১৩-১৮২ হি.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) (১৩২-১৮৯ হি.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, গরু বা মহিষ ৪০টির বেশি হলে ৫৯টি পর্যন্ত অতিরিক্ত কোনো যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মু'আয (রা)-কে বলেছেন,

لَا تَأْخُذْ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا

-'গরুর মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলো থেকে কিছু গ্রহণ করবে না।'

আলিমগণ 'মধ্যবর্তী সংখ্যার' ব্যাখ্যা করেছেন, চল্লিশ ও ষাটের মধ্যবর্তী সংখ্যা দ্বারা।[৬০] ফাতাওয়া 'আতাবিয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নর গরুর যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে তাবী' এবং মাদী গরুর যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে তাবী'আহ প্রদান করা উত্তম।[৬১]

৩. ছাগলের নিসাব

ছাগলের যাকাত ফরয হওয়ার বিধান হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। ছাগলের যাকাতের ক্ষেত্রে নর ও মাদী উভয় শ্রেণি দ্বারাই প্রদান করা বৈধ। আর ছাগলের ন্যায় ছাগল জাতীয় অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু, যেমন- ভেড়া, দুম্বা, ইত্যাদির উপরও সমভাবে যাকাত ফরয।[৬২] ছাগলের সর্বনিম্ন নিসাব চল্লিশ। অর্থাৎ চল্লিশের কমে ছাগলে যাকাত ফরয হয় না। আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) তাকে বাহরাইনে প্রেরণের সময় এ বিধানটি লিখে দেন, ...

وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا[৬৩]

-'আর ছাগলের যাকাত সম্পর্কে; বিরচণশীল ছাগল ৪০ থেকে ১২০ পর্যন্ত একটি ছাগল। এর বেশি হলে ২০০ পর্যন্ত দুটি ছাগল। ২০০ এর অধিক হলে ৩০০ পর্যন্ত তিনটি ছাগল। ৩০০ এর অধিক হলে প্রতি একশতে একটি ছাগল। কারো বিচরণশীল ছাগল ৪০ থেকে একটিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই। তবে স্বেচ্ছায় দান করলে তা করতে পারে।'

উট, গরু ও মহিষের তুলনায় বহু সংখ্যক ছাগলে যাকাত ফরয করার কারণ হলো, এর দ্বারা মালিকের উপর অনেক সহজতর বিধান প্রবর্তন করা। কিন্তু অন্য কোনো ক্ষেত্রে এরূপ সহজতা লক্ষ্য করা যায় না। কেননা ছাগলের ক্ষেত্রে প্রতি একশতে একটি ছাগল ফরয।[৬৪] চল্লিশটি ছাগল যখন বছরের অধিকাংশ সময় মুক্ত মাঠে বিচরণ করে খাবার গ্রহণ করবে এবং তার ওপর দিয়ে পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হবে, তখন তাতে এক বছর বয়সী একটি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে।[৬৫] নিম্নে ছাগল/ভেড়া/দুম্বার যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ সারণীর মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো।

সারণী ৩

ছাগলের নিসাব	যাকাত মুক্ত অবকাশ	যাকাতের পরিমাণ
-	১ - ৩৯টি পর্যন্ত	যাকাত ফরয নয়
৪০টি	৪১ - ১২০টি পর্যন্ত	১টি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা
১২১টি	১২২ - ২০০টি পর্যন্ত	২টি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা
২০১টি	২০২ - ৩০০টি পর্যন্ত	৩টি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা
৩০১টি	৩০২ - ৪০০টি পর্যন্ত	৪টি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা
৪০১টি	৪০২ - ৫০০টি পর্যন্ত	৫টি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা

এভাবে পরবর্তী প্রতি একশতে ১ বছর বয়সী একটি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে।[৬৬]

ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার যাকাত হিসেবে নর ও মাদী উভয়ই গ্রহণ করা যাবে। কেননা শাত (شَاةٌ) শব্দটি উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলোর ক্ষেত্রে ছানীও গ্রহণ করা যাবে। ছানী বলা হয়, যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে। তবে ভেড়ার ক্ষেত্রে জাযা'আহ তথা যার বয়স ছয় মাসের উর্ধ্বে হয়েছে, তা যাকাত হিসেব গ্রহণ করা যাবে কি-না? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, জাযা'আহ গ্রহণ করা যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, إِنَّمَا حَقُّنَا الْجَذَعَةُ وَالثَّنِىُّ- 'আমাদের হক হলো জাযা'আহ এবং ছানী।' এছাড়া জাযা'আহ দ্বারা কুরবানী আদায় বিশুদ্ধ বিধায় এর দ্বারা যাকাত আদায়ও শুদ্ধ হবে।

খ. বুরহান উদ্দীন 'আলী আল-মারগীনানী (র) (৫৩০-৫৯৩ হি.) বলেন, ভেড়ার ক্ষেত্রে জাযা'আহ গ্রহণ করা যাবে না। কেননা 'আলী (রা) থেকে মাওকূফ ও মারফূ' উভয় রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا الثَّنِىُّ فَصَاعِدًا- 'যাকাতের ক্ষেত্রে এক বছর এবং তদূর্ধ্বই কেবল গ্রহণ করা হবে।' এছাড়া যাকাতের ক্ষেত্রে আবশ্যক হলো মাঝারি ধরনের পশু; কিন্তু জাযা'আহ ছোট পশুর মধ্যে গণ্য। এজন্য ছাগলের ক্ষেত্রেও জাযা'আহ বৈধ হবে না। আর যে সকল হাদীসে জাযা'আহর কথা বিবৃত হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উটের জাযা'আহ।[৬৭]

ছাগল ও হরিণ এতদুভয়ের মিলনে যে বাচ্চা জন্মলাভ করে, যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে তার মায়ের হুকুম বিবেচিত হবে। সুতরাং মা যদি ছাগী হয়, তাহলে এতে যাকাত আবশ্যক হবে এবং এর দ্বারা যাকাতের নিসাবের পূর্ণতা বিধান করা যাবে। পক্ষান্তরে মা যদি হরিণ হয়, তাহলে যাকাত আদায় আবশ্যক হবে না।[৬৮]

৪. ঘোড়ার নিসাব

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে আরবে ঘোড়ার আমদানী ছিল নগণ্য। এজন্য তিনি ঘোড়ার যাকাত মাফ করে দেন। কিন্তু পরবর্তীতে আরবে প্রচুর ঘোড়ার আমদানি হলে 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) (মৃ. ২৩ হি.) তাঁর খিলাফতকালে (১৩-২৩ হি./৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) সর্বপ্রথম ঘোড়ার যাকাত চালু করেন। তিনি যাকাত আদায়কারীকে প্রতিটি ঘোড়ার জন্য এক দীনার করে আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন। কেউ কেউ বলেন, মদীনায় প্রতিটি ঘোড়ার মূল্যের উপর ভিত্তি করে যাকাত নির্ধারিত হতো।[৬৯] আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْفَرَسِ عَشَرَةً[৭০]

-'উমার (রা) ঘোড়ার যাকাত বাবদ দশ (দিরহাম) গ্রহণ করতেন।'

ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যে সকল ঘোড়া যানবাহন, বোঝা বহন ও জিহাদের জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলোর উপর যাকাত আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে ব্যবসার জন্য প্রতিপালিত ঘোড়ার উপর যাকাত আবশ্যক।[৭১] কিন্তু যে সকল ঘোড়া স্বাধীনভাবে চড়ে বেড়ায় ও বংশবৃদ্ধি হয়, সেগুলোর উপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হলে যাকাত ফরয হবে কি-না? এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. অধিকাংশ আলিমের মতে, এরূপ ঘোড়ার উপর যাকাত আবশ্যক হবে না।[৭২] কেননা হাদীসে এরূপ নির্দেশনাই বর্ণিত হয়েছে।

এক. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন,

لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ[٧٣]

-'মুসলিম ব্যক্তির ঘোড়া ও ক্রীতদাসের উপর কোনো যাকাত নেই।'

দুই. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْجَبْهَةِ وَالْكُسْعَةِ وَالنُّخَّةِ[٧٤]

-'তোমাদের থেকে আমি ঘোড়া, গাধা এবং ক্রীতদাসের যাকাত মাফ করে দিয়েছি।'

তিন. আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল গবাদিপশুর মুনাফার উপর যাকাত ফরয করেছেন, তাতে ঘোড়াই নেই। তাই ঘোড়াকে অন্যান্য গবাদিপশুর মত মনে করা ঠিক নয়। শরীয়তের বিধানদাতা ঘোড়া প্রতিপালনের বিশেষ উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যা অন্যান্য গবাদিপশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন- ঘোড়া প্রতিপালন করা হয় যুদ্ধ-জিহাদ ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য। পক্ষান্তরে অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু প্রতিপালন করা হয় বংশ বৃদ্ধি, গোশত খাওয়া, বোঝা বহন, যানবাহন ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে।[৭৫] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾[٧٦]

-'আর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তোমরা যথাসাধ্য শক্তি সংগ্রহ করো এবং অশ্বপালন করে প্রস্তুতি গ্রহণ করো।'

খ. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, ঘোড়া যদি মুক্ত মাঠে বিচরণকারী হয় এবং নর ও মাদী উভয় প্রকার ঘোড়া তাতে মিশ্রিত থাকে, তাহলে ঘোড়ার মালিক যাকাত প্রদানের জন্য দুটি নিয়মের যেকোনো একটি নিয়ম গ্রহণ করতে পারবেন। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে ঘোড়া প্রতি এক দীনার অথবা ঘোড়াগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি দুইশত দিরহাম হতে পাঁচ দিরহাম প্রদান করবেন। আর শুধু অশ্বের উপর যাকাত আবশ্যক নয়। কেননা তার বংশ বৃদ্ধি হয় না। অনুরূপভাবে শুধু মাদী ঘোড়ার উপরও যাকাত নেই। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অন্য মতে, শুধু মাদী ঘোড়ার উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা অপরের ধার করা অশ্বের দ্বারা মাদী ঘোড়া বংশ বিস্তার করতে পারে। কিন্তু অশ্বের বিষয়টি এর বিপরীত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অন্য একটি বর্ণনানুযায়ী, শুধু অশ্বের উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে।[৭৭] ঘোড়ার উপর যাকাত হওয়ার দলীলসমূহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

এক. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

فِيْ كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمِ[٧٨]

-'মুক্তভাবে বিচরণকারী প্রতিটি ঘোড়ায় এক দীনার কিংবা দশ দিরহাম ওয়াজিব হবে।'

দুই. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ تُوَدِّيهِ[٧٩]

-'মুক্তভাবে বিচরণকারী প্রতিটি ঘোড়ায় এক দীনার যাকাত আদায় করা হবে।'

তিন. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন,

الخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، وَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ أَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ

فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا، كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَسِتْرًا وَتَعَفُّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ كَذَلِكَ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الإِسْلَامِ فَهِيَ وِزْرٌ،[৮০]

-'ঘোড়া তিন প্রকার। (ঘোড়া পালন) একজনের জন্য পুণ্য, একজনের জন্য (দারিদ্র থেকে ঢেকে রাখার) আবরণ এবং একজনের জন্য তা পাপের কারণ। সে ব্যক্তির জন্য পুণ্য, যে আল্লাহ্র রাস্তায় (জিহাদ করার উদ্দেশ্যে) ঘোড়াকে সদা প্রস্তুত রাখে এবং সে ব্যক্তি যখন লম্বা দড়ি দিয়ে ঘোড়াটিকে কোনো চারণভূমি অথবা বাগানে বেঁধে রাখবে তখন ঐ লম্বা দড়ির মধ্যে চারণভূমি অথবা বাগানের যে অংশ পড়বে সে পরিমাণ সাওয়াব সে লাভ করবে। যদি ঘোড়াটি দড়ি ছিঁড়ে ফেলে এবং দুয়েকটি টিলা পার হয়ে কোথাও চলে যায়, তাহলে তার লেদাগুলোও নেকি বলে গণ্য হবে। যদি কোনো নদী-নালায় গিয়ে পানি পান করে, মালিক যদিও পানি পান করানোর ইচ্ছা করেনি, তাও তা নেক আমল হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের স্বচ্ছলতা দারিদ্রের গ্লানি ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঘোড়া পালন করে এবং গর্দান ও পিঠে আল্লাহ্র যে হক রয়েছে তা ভুলে না যায় (অর্থাৎ যদি যাকাত আদায় করে), তবে এ ঘোড়া তার জন্য শাস্তি থেকে আবরণ স্বরূপ। অপর এক ব্যক্তি যে অহংকার, লোক দেখানো এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতার কারণে ঘোড়া লালন-পালন করে, এ ঘোড়া তার জন্য পাপের বোঝা হবে।'

চার. সাহাবীগণের বর্ণনায় যা পাওয়া যায়, তা সবই উপরিউক্ত মতকে সমর্থন ও অধিক শক্তিশালী করে। যেমন- ইমাম তাহাবী (র) ও দারা কুতনী (র) সহীহ সনদে উদ্ধৃত করেছেন যে, খায়র ইব্ন ইয়াযীদ বলেছেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি ঘোড়া পালন করতেন ও তার যাকাত 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দিতেন।'[৮১]

পাঁচ. উটের ন্যায় ঘোড়াতেও যাকাত ফরয। কেননা উভয়টিই গবাদিপশুর মধ্যে গণ্য, বর্ধনশীল এবং কল্যাণকর। তাতে যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হচ্ছে চিহ্নিত করে উন্মুক্ত করে দেয়া। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ঘোড়া ও অন্যান্য গবাদিপশুর মধ্যে পার্থক্য পর্যায়ে যা কিছু বলা হয়েছে, তা হিসাবের মধ্যে ধর্তব্য নয়।[৮২]

জমহূরের দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন, যাকাত আবশ্যক না হওয়ার পক্ষে তাঁদের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন, এ হাদীসের মর্ম হচ্ছে, মুসলিম মুজাহিদগণের ঘোড়ার উপর যাকাত ফরয হবে না। অর্থাৎ মুসলিম মুজাহিদগণ যে সকল ঘোড়াকে জিহাদের জন্য লালন-পালন করেন, সেগুলোর উপর যাকাত আবশ্যক নয়।[৮৩]

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল ঘোড়া যানবাহন, বোঝা বহন ও জিহাদের জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলোর উপর যাকাত আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে ব্যবসার জন্য প্রতিপালিত ঘোড়া এবং যে সকল ঘোড়া স্বাধীনভাবে চড়ে বেড়ায় ও বংশবৃদ্ধি করে সেগুলোর উপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হলে, তাতে যাকাত প্রদান আবশ্যক।

৫. খচ্চর ও গাধার নিসাব

খচ্চর ও গাধা নর হোক বা মাদী হোক, এগুলোর উপর যাকাত ফরয নয়।[৮৪] তবে যদি এসকল পশু ব্যবসা বা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য হয়, তাহলে যাকাতের ক্ষেত্রে এসকল পশুর হুকুম বাণিজ্যিক পণ্যের ন্যায়। অর্থাৎ এর মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে যাকাত আদায় করা আবশ্যক হবে। আর যদি

নিসাব পরিমাণ না হয়, তাহলে যাকাত আবশ্যক হবে না। এগুলোকে বনে-জঙ্গলে বা মাঠে যেখানেই বিচরণ করানো হোক না কেন, সর্বদা একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।[৮৫] গাধার উপর যাকাত ফরয না হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ... নবী করীম (সা)-কে গাধা (পালন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ[৮৬]

-'এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনো আয়াত আমার নিকট অবতীর্ণ হয়নি। তবে ব্যাপক অর্থবোধক অনুপম আয়াতটি আমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। (তা হলো) যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক আমল করবে, সে তার প্রতিফল অবশ্যই দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সেও তার প্রতিফল দেখতে পাবে।'

যাকাতের পরিমাণসমূহ নির্ধারিত হয় শরীয়তবেত্তার নিকট থেকে শ্রবণের দ্বারা। তবে শর্ত হলো, সেগুলো ব্যবসার মাল হতে হবে। তাহলেই যাকাত ফরয হবে। কারণ তখন যাকাত সম্পর্কিত হবে মূল্যের দিক থেকে। যেমন অন্যান্য ব্যবসায়িক সম্পদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।[৮৭]

৬. প্রবৃদ্ধিশীল অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর নিসাব

আধুনিক যুগের বিশেষজ্ঞ ইসলামী অর্থনীতিবিদ আবূ যুহরা (১৩১৬-১৩৯৪ হি.), 'আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ (র) (১৩০৫-১৩৭৫ হি.) ও 'আব্দুর রহমান হাসান-এর মতে, ভবিষ্যতে লোকেরা যদি কোনো অভিনব ধরনের পশু উদ্ভাবন করে, তার প্রবৃদ্ধির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং তা থেকে উপার্জনের পথ উন্মুক্ত হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ধার্য হবে। তাঁরা 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) থেকে প্রমাণিত হাদীসের ভিত্তিতে এই মত গ্রহণ করে বলেছেন যে, যাকাতের ব্যাপারে কিয়াস প্রয়োগ করা একালের বিশেষজ্ঞগণের পক্ষেও জায়েয। কেননা 'উমার (রা) প্রবৃদ্ধির কারণ বিদ্যমান থাকার দরুণ ঘোড়ার যাকাত গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) এ কিয়াসকে যথার্থ মনে করে তার অনুসরণ করেছেন। সুতরাং পরবর্তীকালের যেকোনো সময় এমন কোনো প্রবৃদ্ধিশীল পশু আবিষ্কৃত হলে 'উমার (রা)-এর হাদীসের ভিত্তিতে কিয়াসের নীতি প্রয়োগ করত তার উপর যাকাত আবশ্যক হবে।

তাঁরা আরও বলেছেন, খলীফা 'উমার (রা) যখন প্রবৃদ্ধিকে কারণ রূপে গণ্য করেছেন এবং আবূ হানীফা (র) তা অনুসরণ করেছেন, তখন এ পদ্ধতিকে আমরা বলতে পারি, প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালিত জন্তুকে যদি বিচরণশীল মাঠে ঘাস খাওয়ানো হয় এবং তার নিসাব সংখ্যা যদি বিশ মিছকাল স্বর্ণ-এর পরিমাণ হয়, তখন তাতে দশভাগের এক-চতুর্থাংশ যাকাত ধার্য হবে।[৮৮]

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, ঘোড়া ও এগুলোর ন্যায় নতুন আবিষ্কৃত অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুতে যাকাত ওয়াজিব। তবে প্রাণীভেদে এর নিসাবের পরিমাণ ভিন্ন। মোটকথা, এ সকল জন্তুতে যাকাতের শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকলে যাকাত আদায় করা আবশ্যক। কেননা হাদীসে চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত আদায় না করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন,

تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا[৮৯]

-'যে ব্যক্তি উটের হক আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন সেই উট দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে এসে খুর দিয়ে তার মালিককে পিষ্ট করবে। যে ব্যক্তি ছাগলের হক আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন সেই ছাগল দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে এসে খুর দিয়ে তার মালিককে পদদলিত করবে এবং শিং দ্বারা আঘাত করবে।'

আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট গেলে তিনি বলেন,

انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ بُكَيْرٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[৯০]

-'শপথ সেই সত্তার! যার হাতে আমার প্রাণ বা (তিনি বললেন), শপথ সেই সত্তার! যিনি ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই অথবা তিনি অন্য কোনো শব্দে শপথ করে বললেন, উট, গরু বা বকরি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এদের হক আদায় করেনি, সেগুলো যেমন ছিল তার চেয়ে বৃহদাকার ও মোটা তাজা হয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে, যা তার মালিককে পদপিষ্ট করবে এবং শিং দ্বারা তাকে গুতো দিবে। যখনই দলের শেষটি চলে যাবে তখন পালাক্রমে আবার প্রথমটিকে ফিরিয়ে আনা হবে। মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে এরূপ চলতে থাকবে।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন,

إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَتَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا[৯১]

-'পশুর মালিক যদি পশুর যাকাত আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন উক্ত পশুকে তার পিছনে লাগিয়ে দেয়া হবে। পশু পায়ের খুর দ্বারা তার (মালিকের) মুখমণ্ডল আঁচড়ে ফেলবে।'

উপসংহার

পশুজগত বিশাল ও বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে খুব খুব কম সংখ্যক পশু মানুষের ব্যবহারের উপযোগী। বান্দার জন্য এ পশুজগত আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। পশু সম্পর্কিত আল-কুরআনের আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সকল আয়াতে দুই শ্রেণির জন্তুর কথা উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে এক শ্রেণির উপর যাকাত ফরয এবং অন্য শ্রেণির উপর যাকাত ফরয নয়। আর যে সকল জন্তুর উপর যাকাত ফরয, নিসাব পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত সেগুলোতেও যাকাত ফরয হয় না। সাধারণত তিন শ্রেণির চতুষ্পদ জন্তুর উপর যাকাত প্রদান আবশ্যক। যথা- উট; গরু বা গরু জাতীয় চতুষ্পদ জন্তু, যেমন- মহিষ এবং ছাগল বা ছাগল জাতীয় চতুষ্পদ জন্তু, যেমন- ভেড়া, দুম্বা, ইত্যাদি। এছাড়া আরও কতিপয় চতুষ্পদ জন্তুর উপর যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে কয়েকজন ফকীহ মত ব্যক্ত করেছেন। চতুষ্পদ জন্তুর ভিন্নতার ন্যায় এগুলোর নিসাবের পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো ব্যক্তির মালিকানায় যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণ বছর অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাকে নির্দিষ্ট হারে যাকাত প্রদান করতে হবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] ড. ইবরাহীম মাদকূর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (মিসরঃ মাকতাবাতুশ্-শুরূক আদ্-দাওলিয়্যাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৭৪; ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস কাল'আজী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরূতঃ দারুন্-

নাফাইস, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ১১১; ড. সা'দী আবূ হুবায়ব, *আল-কামূসুল ফিকহী লুগাতান ওয়া ইসতিলাহান* (দিমাশক: দারুল ফিক্র, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৪২।

২ *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ১১১; *আরবী-বাংলা অভিধান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৫; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৪শ সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৩৩।

৩ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Services, Inc, Third Edition, 1976), p. 79.

৪ মুফতী মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান, *কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ* (করাচী: মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১৯৪; ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল-'আরব*, ১২শ খণ্ড (বৈরূত: দারু সাদির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৫৮৫; *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৯৩।

৫ *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৯৩৫।

৬ *কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ*, পৃ. ১৯৪; *লিসানুল-'আরব*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৮৫; *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৯৩; *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫৬; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ১৭৭।

৭ *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 980.

৮ আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ১।

৯ *লিসানুল-'আরব*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৬।

১০ শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৩৪।

১১ *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৭৪; *আল-কামূসুল ফিকহী লুগাতান ওয়া ইসতিলাহান*, পৃ. ৪২।

১২ *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ১১১।

১৩ *লিসানুল-'আরব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৬১; *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৪৮০; লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাবি ওয়াল-'উলূম* (বৈরূত: আল-মাতবা'আতুল-কাছুলীকিয়্যাহ, ১৯শ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৮১১।

১৪ *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৯২৫।

১৫ *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৪৮০; *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাবি ওয়াল-'উলূম*, পৃ. ৮১১; *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪৪; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ১০৬৮-১০৬৯।

১৬ *A Dictionary of Modern Written Arabic*, p. 969.

১৭ *লিসানুল-'আরব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬১।

১৮ *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৯২৫।

১৯ *কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ*, পৃ. ৫২৭।

২০ *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৪৮০।

২১ Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of islam* (New Delhi: Rupa & Co, 3rd Impression, 1993), p. 434.

২২ ড. ওয়াহবাহ আয্-যুহায়লী, *আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ*, ৩য় খণ্ড (দিমাশক: দারুল-ফিক্র, ৪র্থ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ২৬৮; ইউসুফ আল-কারযাভী, *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ১৭৪; 'আলাউদ্দীন আল-কাসানী, *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই'*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২৬; শামসুল আইম্মাহ আস্-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৫০; সায়্যিদ সাবিক, *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৩৬৪।

২৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল-বুখারী* (বৈরূত: দারু ইব্‌ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবু যাকাতিল ওয়ারাকি, হাদীস নং ১৪৪৭; আহমাদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্-

নাসাঈ, *সুনানুন্-নাসাঈ* (বৈরূতঃ দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫-১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবু যাকাতিল-ইবিলি, হাদীস নং ২৪৪৬।

[২৪] বুরহান উদ্দীন 'আলী আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত্-তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ৯৭; নিযামুদ্দীন আল-বালখী, *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল-ফিক্র, ২য় সংস্করণ, ১৩১০ হি.), পৃ. ১৭৭; *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪।

[২৫] *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু যাকাতিল-গানামি, হাদীস নং ১৪৫৪।

[২৬] **বিনতে মাখায:** এমন উষ্ট্রী শাবক, যার বয়স এক বছর অতিক্রম করে দুই বছরে পদার্পণ করেছে। মাখায নামকরণের কারণ হলো, মাখায শব্দটির অর্থ গর্ভবতী, প্রসব ব্যথা। উষ্ট্রী শাবক একবছর বয়স পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করলে স্বভাবতই তার মা পুনরায় সন্তান সম্ভবা হয়ে ওঠে। সে কারণে এক বছর বয়সী বাচ্চাকে বিনতে মাখায বা গর্ভবতী কন্যা বলা হয়। দ্র. ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল-বুখারী*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল-মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.), ১৮৬; *কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ*, পৃ. ২১১; *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৪১৪।

[২৭] **বিনতে লাবুন:** এমন উষ্ট্রী শাবক, যার বয়স দুই বছর অতিক্রম করে তিন বছরে পদার্পণ করেছে। উষ্ট্রী শাবক যখন তিন বছর বয়সে উপনীত হয় তখন তার মা সাধারণত দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসব করার দরুণ লাবূন বা দুগ্ধবতী থাকে। সে কারণে তিন বছরের বাচ্চাকে বিনতে লাবূন বলা হয়। দ্র. *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল-বুখারী*, ১ম খণ্ড, ১৮২; *কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ*, পৃ. ২১০; *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ১১০।

[২৮] **হিক্কাহ:** এমন উষ্ট্রী শাবক, যার বয়স তিন বছর অতিক্রম করে চার বছরে পদার্পণ করেছে। হিক্কাহ অর্থ, বোঝা বহনের উপযুক্ত। এ বয়সের উষ্ট্রী শাবক সাধারণত বোঝা বহনের উপযুক্ত হয়ে থাকে বিধায় হিক্কাহ নামে নামকরণ করা হয়েছে। দ্র. *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল-বুখারী*, ৩য় খণ্ড, ৩১৭; *কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ*, পৃ. ২৬৬; *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ১৮৩।

[২৯] **জাযা'আহ:** এমন উষ্ট্রী শাবক, যার বয়স চার বছর অতিক্রম করে পাঁচ বছরে পদার্পণ করেছে। দ্র. *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল-বুখারী*, ৩য় খণ্ড, ৩২০; *কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ*, পৃ. ২৪৮; *লিসানুল-'আরব*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৩-৪৪।

[৩০] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭; *আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮-২৬৯; *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭; *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫; *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪।

[৩১] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

[৩২] আবূ জা'ফর আত্-তাহাভী, *শারহু মা'আনিল আছার* (বৈরূতঃ 'আলামুল-কুতুব, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), কিতাবুয্-যিয়াদাত, বাবু ফারদিয্-যাকাতি ফিল ইবিলিস্-সাইমাতি ফীমা যাদা 'আলা 'ইশরীনা ওয়া মিআতিন, হাদীস নং ৭৩৭২।

[৩৩] **বুখতী: بختي** শব্দটি একবচন, বহুবচনে **بخت**। পরিভাষায়, আরব ও অনারব উটের সঙ্গমে যে শ্রেণির উট জন্ম লাভ করে সেগুলোকে বুখতী নামে অভিহিত করা হয়। বুখতি নাসার বাদশাহ এ ধারা প্রবর্তন করেন বিধায় তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে বুখতী বলা হয়। দ্র. ইব্‌ন নুজায়ম আল-মিসরী, *আল-বাহরুর রাইক শারহু কানযুদ্-দাকাইক*, ২য় খণ্ড (কায়রোঃ দারুল কিতাবিল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ২৩১।

[৩৪] *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭।

[৩৫] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭।

[৩৬] *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু যাকাতিল-গানামি, হাদীস নং ১৪৫৪।

[৩৭] *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭।

[৩৮] পূর্বোক্ত।

[৩৯] *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবুল-'আরদি ফিয্-যাকাতি, হাদীস নং ১৪৪৮।

[৪০] পূর্বোক্ত, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু মান বালাগাত 'ইনদাহু সাদাকাতু বিনতি মাখাযিন ওয়া লায়সাত 'ইনদাহু, হাদীস নং ১৪৫৩।

[৪১] *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২-১৯৩; ইব্ন কুদামাহ আল-মুকাদ্দিসী, *আল-মুগনী*, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল কাহিরাহ, ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ৪৪২।

[৪২] মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী, *সুনানুত্-তিরমিযী* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল-মা'আরিফ, ১ম সংস্করণ, তা.বি.), আবওয়াবুয্-যাকাত, বাবু মা জাআ ফী যাকাতিল বাকারি, হাদীস নং ৬২৩।

[৪৩] *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২।

[৪৪] *আল-মুগনী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৪।

[৪৫] *আল-বাহরুর রাইক শারহু কানযুদ্-দাকাইক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩১-২৩২।

[৪৬] ড. মীর মোঃ আনোয়ার হোসেন, *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৬৮।

[৪৭] *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

[৪৮] *সুনানুত্-তিরমিযী*, আবওয়াবুয্-যাকাত, বাবু মা জাআ ফী যাকাতিল বাকারি, হাদীস নং ৬২৩।

[৪৯] *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬-১৯৭।

[৫০] পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮।

[৫১] ইব্ন যানজূইয়াহ, *আল-আমওয়াল* (সৌদি আরব: মারকাযুল মুলক ফায়সাল লিল-বুহূছি ওয়াদ্-দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), কিতাবুস্-সাদাকাতি ওয়া আহকামিহা ওয়া সুনানিহা, বাবু মান কালা: ইন্না সাদাকাতাল বাকারি কা-সাদাকাতিল ইবিলি, হাদীস নং ১৪৯৬।

[৫২] আবূ বকর আল-বায়হাকী, *আস্-সুনানুল কুবরা* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবু কায়ফা ফারাদা সাদাকাতাল বাকারি, হাদীস নং ৭২৯৮।

[৫৩] পূর্বোক্ত।

[৫৪] *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০১।

[৫৫] পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২।

[৫৬] **তাবী' ও তাবী'আহ:** তাবী' বলা হয় এমন নর বাছুরকে, যার বয়স এক বছর অতিক্রম করে দুই বছরে পদার্পণ করেছে। আর অনুরূপ মাদী বাছুরকে তাবী'আহ বলা হয়। দ্র. *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮; *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭২।

[৫৭] **মুসিন ও মুসিন্নাহ:** মুসিন বলা হয় এমন নর বাছুরকে, যার বয়স দুই বছর অতিক্রম করে তিন বছরে পদার্পণ করেছে। আর অনুরূপ মাদী বাছুরকে মুসিন্নাহ বলা হয়। দ্র. *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮; *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭২।

[৫৮] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮; *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩; *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮; *আল-বাহরুর রাইক শারহু কানযুদ্-দাকাইক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩১; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭; *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬।

[৫৯] *সুনানুত্-তিরমিযী*, আবওয়াবুয্-যাকাত, বাবু মা জাআ ফী যাকাতিল বাকারি, হাদীস নং ৬২২।

[৬০] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮।

[৬১] *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮।

[৬২] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮; *আল-বাহরুর রাইক শারহু কানযুদ্-দাকাইক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২; *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮; *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬।

[৬৩] *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু যাকাতিল-গানামি, হাদীস নং ১৪৫৪।

[৬৪] *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫।

[৬৫] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮।

[৬৬] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮; *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪; *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮; *আল-বাহরুর রাইক শারহু*

কানযুদ্-দাকাইক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮; *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪।

[৬৭] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।

[৬৮] *আল-বাহরুর রাইক শারহু কানযুদ্-দাকাইক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮।

[৬৯] *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা*, পৃ. ৬১।

[৭০] *শারহু মা'আনিল আছার*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবুল খায়লুস্-সাইমাতু হাল ফীহা সাদাকাতুন আম লা?, হাদীস নং ৩০৪১।

[৭১] *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২।

[৭২] *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৩; *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।

[৭৩] *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু লায়সা 'আলাল-মুসলিমি ফী ফারাসিহী সাদাকাতুন, হাদীস নং ১৪৬৩।

[৭৪] *আস্-সুনানুল কুবরা*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু লা সাদাকাতা ফিল-খায়লি, হাদীস নং ৭৪০৯।

[৭৫] *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪।

[৭৬] সূরা আল-আনফাল, ৮ : ৬০।

[৭৭] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।

[৭৮] পূর্বোক্ত।

[৭৯] আবুল হাসান 'আলী ইব্ন 'উমার আদ্-দারা কুতনী, *সুনানুদ্-দারা কুতনী* (বৈরূতঃ মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবুন যাকাতি মালিত্-তিজারাতি ওয়া সুকূতিহা 'আনিল খায়রি ওয়ার্-রাকীকি, হাদীস নং ২০১৯।

[৮০] *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুল-মানাকিব, বাবুন, হাদীস নং ৩৬৪৬।

[৮১] *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৫-২২৬।

[৮২] পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৫।

[৮৩] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।

[৮৪] পূর্বোক্ত।

[৮৫] *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮; সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৮৯।

[৮৬] *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুল-মানাকিব, বাবুন, হাদীস নং ৩৬৪৬।

[৮৭] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।

[৮৮] *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩-২৩৪।

[৮৯] *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু ইছমি মানি'ইয্-যাকাতি, হাদীস নং ১৪০২।

[৯০] পূর্বোক্ত, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু যাকাতিল-বাকারি, হাদীস নং ১৪৬০।

[৯১] পূর্বোক্ত, কিতাবুল-হিয়ালি, বাবুন ফিয্-যাকাতি ওয়া আন লা ইয়ুফাররাকা মুজতামি'ইন ওয়ালা ইয়ুজমা'আ বায়না মুতাফাররিকিন খাশয়াতাস্-সাদাকাতি, হাদীস নং ৬৯৫৮।